গোপনীয়

ফোন ঃ ৯৫৫০৩৫৩

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
শৃংখলা পরিদপ্তর
আনসার চেম্বার (৭ম তলা), ১৪৯ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

স্মারক নং-০২-পাউবো/শৃং/শা-৩/অভি(গ)-০১/২০১৮

তারিখঃ ২৫/০৯/১৪২৬বঙ্গাঃ / ০৯/০১/২০২০ খ্রিঃ

"দ ণ্ড রা দে শ"

জনাব লেবিনা খাতুন, পিতাঃ সাবু শেখ, লস্কর, খুলনা ড্রেজার বিভাগ, বাপাউবো, খুলনা এর বিরুদ্ধে ভুয়া সার্টিফিকেটের মাধ্যমে চাকুরী গ্রহণ ও প্রতারণার অভিযোগে জনৈক মোঃ আব্দুস সাত্তার, মোল্লাহাট বাজার, বাগেরহাট একখানা অভিযোগপত্র গত ১৯/১২/২০১৭খ্রিঃ তারিখে মহাপরিচালক, বাপাউবো মহোদয় বরাবরে দাখিল করেন। মহাপরিচালক, বাপাউবো মহোদয় উক্ত অভিযোগপত্র খানা বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিচালক, কর্মচারী উন্নয়ন পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা বরাবরে প্রেরণ করেন। কর্মচারী উন্নয়ন পরিদপ্তর কর্তৃক প্রাথমিকভাবে অনলাইনে যাচাইয়ান্তে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় উক্ত অভিযোগপত্রের বিষয়ে জনাব লেবিনা খাতুন, লস্কর, খুলনা ড্রেজার বিভাগ, বাপাউবো, খুলনা এর বক্তব্য জানার জন্য উক্ত দপ্তর হতে ২২/০১/২০১৮খ্রিঃ তারিখে তার বরাবরে একখানা পত্র প্রেরণ পূর্বক ১৫(পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে তার বক্তব্য দাখিলের জন্য বলা হয়। কিন্তু তার তরফ হতে উক্ত পত্রের কোন জবাব না পাওয়ায় কর্মচারী উন্নয়ন পরিদপ্তরের অদাঃ নং-৪০০/কউ তারিখঃ ১৩/০৫/২০১৮খ্রিঃ এর মাধ্যমে উক্ত অভিযোগপত্রের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অভিযোগপত্রসহ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পরিচালক, শৃংখলা পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা বরাবরে প্রেরণ করা হয়। উক্ত অভিযোগপত্র পাওয়ার পর কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শৃংখলা পরিদপ্তরের স্মারক নং-৭৬-পাউবো/শৃং/শা-৩/অভি(গ)-০১/২০১৮ তারিখঃ ১২/০৬/২০১৮খ্রিঃ এর মাধ্যমে উল্লেখিত অভিযোগের সত্যতা যাচাই পূর্বক দায় দায়িত্ব নির্দ্ধারণের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত তদন্ত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, জনাব লেবিনা খাতুন, লস্কর, খুলনা ড্রেজার বিভাগ, বাপাউবো, খুলনা ভূয়া/জাল দাখিল পাশের সনদ ব্যবহার করে বাপাউবোর্ডে লস্কর পদে চাকুরী গ্রহণ করেছেন। তিনি যে সনদপত্র দিয়ে চাকুরী গ্রহণ করেছেন সে সনদটির রেজিষ্ট্রেশন নং-, রোল নং, পরীক্ষার সন ইত্যাদি সহযোগে তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক শিক্ষা বোর্ডের ওয়েব সাইটে সার্চ করে দেখা গেছে যে, উহা তার সনদ নয়, সনদটি সাজেদা খাতুনের নামে ইস্যু করা হয়েছে। তদন্তে তার প্রদত্ত তথ্য এবং শিক্ষা বোর্ডের ওয়েব সাইটে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী তিনি দাখিল পাশের যে সনদ ব্যবহার করে বোর্ডে চাকুরী গ্রহণ করেছেন সে সনদটি একটি নকল/ভূয়া সনদ। তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্তকালে তার দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণের স্বপক্ষে প্রবেশপত্র, রেজিস্ট্রেশন কার্ড বা অন্য যে কোন প্রমাণক তার কাছে আছে কিনা তা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি কোন প্রমাণক দেখাতে ব্যার্থ হন। অধিকন্তু জাল/ভূয়া সনদটির সুবিধাভোগী হিসেবে এবং দাখিল পাশ সনদ থাকা সত্ত্বেও ২০১৫ সালে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এসএসসি পরীক্ষায় তার অংশ গ্রহণ প্রমান করে যে, জাল/ভূয়া সনদের বিষয়টি সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত ছিলেন। তার এহেন কর্মকান্ড বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা-২০১৩ এর প্রবিধান ৪৮(খ), (ঙ) ও (চ) মোতাবেক অসদাচরণ, দুর্ণীতিপরায়ণ ও প্রতারণার সামীল হওয়ায় উক্ত প্রবিধানমালার প্রবিধান ৪৯(১)(খ) অনুযায়ী তার উপর যে কোন দন্ড আরোপযোগ্য।

২। অতএব, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা-২০১৩ এর প্রবিধান ৪৯(১)(খ) অনুযায়ী প্রস্তাবিত দন্ড কেন তার উপর আরোপ করা হবে না উহা উক্ত প্রবিধানমালার প্রবিধান ৫২ মোতাবেক শৃংখলা পরিদপ্তরের স্মারক নং-১৭৫-পাউবো/শৃং/শা-৩/অভি(গ)-০১/২০১৮ তারিখ-১৩/১২/২০১৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে কার্যধারা সূচনা পূর্বক অভিযোগনামা প্রেরণ করা হয়। সূচিত কার্যধারায় উল্লিখিত অভিযোগনামার প্রেক্ষিতে আত্মপক্ষ সমর্থনের স্বপক্ষে তার দাখিলকৃত লিখিত বিবৃতি পর্যালোচনান্তে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় উক্ত প্রবিধানমালার প্রবিধান ৫২ (২)(গ) মোতাবেক তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্ত করার জন্য শৃংখলা পরিদপ্তরের স্মারক নং-১১-পাউবো/শৃং/শা-৩/অভি(গ)-০১/২০১৮ তারিখ-২৩/০১/২০১৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্ত পূর্বক তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনে প্রদত্ত মতামত কর্তৃপক্ষের নিকট সুস্পষ্ট না হওয়ায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা-২০১৩ এর প্রবিধান ৫৪(৮) অনুযায়ী সুস্পষ্ট মতামত প্রদানের জন্য শৃংখলা পরিদপ্তরের স্মারক নং-১১০-পাউবো/শৃং/শা-৩/অভি(গ)-০১/২০১৮ তারিখ-০৯/১০/২০১৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে তদন্ত কর্মকর্তাকে অনুরোধ করা হয়। উক্ত অনুরোধের প্রেক্ষিতে তদন্ত কর্মকর্তা সুস্পষ্ট মতামত দাখিল করেন। তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় সম্পৃক্ত থাকায় উল্লেখিত বিষয়ে বোর্ডের কর্মচারী উন্নয়ন পরিদপ্তরের মতামত গ্রহণ করা হয়।

৩। তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন, স্পষ্টীকরণ প্রতিবেদন, কর্মচারী উন্নয়ন পরিদপ্তরের মতামত ও আনুষঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে প্রতারণার মাধ্যমে মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন করে ভূয়া/জাল সনদ দাখিল করে বোর্ডের লস্কর পদে চাকুরী গ্রহণ করার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা-২০১৩ এর প্রবিধান ৪৯(১)(খ)(উ) মোতাবেক তার উপর বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের চাকুরী হতে 'বরখাস্ত' (Dismissal from service) দন্ড আরোপের বিষয়ে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৪। কর্তৃপক্ষের উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা-২০১৩ এর প্রবিধান ৪৯(১)(খ)(উ) মোতাবেক তার বিরুদ্ধে প্রতারণার মাধ্যমে মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন করে ভূয়া/জাল সনদ দাখিল করে বোর্ডের লস্কর পদে চাকুরী গ্রহণ করার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তার উপর কেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের চাকুরী হতে 'বরখাস্ত' (Dismissal from service) দন্ড চূড়ান্তভাবে আরোপ করা হবে না, বর্ণিত প্রবিধানমালার প্রবিধান ৫২ এর উপ-প্রবিধান (৬) মোতাবেক ৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে অত্র দপ্তরের স্মারক নং-১৪৭-পাউবো/শৃং/শা-৩/অভি (গ)-০১/২০১৮ তারিখঃ ১১/১২/২০১৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে তাকে কারণ দর্শাইবার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয় এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা-২০১৩ এর প্রবিধান ৫২(৫) মোতাবেক তদন্ত প্রতিবেদনের চিত্রলিপি উক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশের সাথে প্রেরণ করা হয়। অঃ পৃঃ দ্রঃ

৫। উক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশের প্রেক্ষিতে জনাব লেবিনা খাতুন, পিতাঃ সাবু শেখ, লস্কর, খুলনা ড্রেজার বিভাগ, বাপাউবো, খুলনা গত ১৯/১২/২০১৯খ্রিঃ তারিখে জবাব দাখিল করেন। তার দাখিলকৃত জবাব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পর্যালোচনায় সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা ২০১৩ এর প্রবিধান ৪৯ এর উপ-প্রবিধান ৪৯(১)(খ)(উ) অনুযায়ী তার উপর বাপাউবোর্ডের চাকুরী হতে "বরখাস্ত" (Dismissal from Service) দন্ড চূড়ান্তভাবে আরোপ করার জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৬। এমতাবস্থায় কর্তৃপক্ষের উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক এতদ্বারা জনাব লেবিনা খাতুন, পিতাঃ সাবু শেখ, লস্কর, খুলনা ড্রেজার বিভাগ, বাপাউবো, খুলনা এর উপর বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা ২০১৩ এর প্রবিধান ৪৯ এর উপ-প্রবিধান ৪৯(১)(খ)(উ) অনুযায়ী বাপাউবোর্ডের চাকুরী হতে "বরখাস্ত" (Dismissal from Service) দন্ড চূড়ান্তভাবে আরোপ করা হলো।

৭। মহাপরিচালক, বাপাউবো মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

০৯/০১/2020

(ফেরদৌসি বেগম)
পরিচালক
পরিচিতি নম্বরঃ ৬৩১২৩০০০১
টেলিফোন নম্বর ঃ ৯৫৫০৩৫৩
Dir.discipline.bwdb@gmail.com

স্মারক নং-০২(১৬)-পাউবো/শৃং/শা-৩/অভি(গ)-০১/২০১৮ তারিখঃ ২৫/০৯/১৪২৬বঙ্গাঃ / ০৯/০১/২০২০ খ্রিঃ

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ-

১. প্রধান প্রকৌশলী, ড্রেজার পরিদপ্তর, বাপাউবো, নারায়ণগঞ্জ।
২. সচিব, বাপাউবো, ঢাকা/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ড্রেজার অপারেশন সার্কেল, বাপাউবো, খুলনা।
৩. পরিচালক, কর্মচারী উন্নয়ন পরিদপ্তর/কর্মচারী পরিদপ্তর/হিসাব রক্ষণ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
৪. সিএসও টু মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা।
৫. সিস্টেম এনালিস্ট, চীফ মনিটরিং এর দপ্তর, আইসিটি সেল, বাপাউবো ঢাকা। দপ্তরাদেশটি বোর্ডের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য আদিষ্টমতে আনুরোধ করা হলো।
৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, খুলনা ড্রেজার বিভাগ, বাপাউবো, খুলনা।
৭. উপ-পরিচালক, আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র, বাপাউবো, খুলনা।
৮. ব্যক্তিগত সহকারী, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন/অর্থ/পূর্ব রিজিয়ন/পরিকল্পনা), বাপাউবো, ঢাকা।
৯. জনাব লেবিনা খাতুন, লস্কর (বরখাস্তকৃত), খুলনা ড্রেজার বিভাগ, বাপাউবো, খুলনা।

সহকারী প্রোগ্রামার ১/২
নেটওয়ার্ক প্রকৌশলী
অফিস সহকারী
সিস্টেম এনালিস্ট- ১/২
আইসিটি সেল, বাপাউবো ঢাকা

তারিখঃ ২৩/১/20
জরুরী
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন
নথিতে পেশ করুন
নথিতে রাখুন
ভাগিদ পত্র দিন

০৯/০১/২০২০

(ফজলুল করিম)
উপপরিচালক
পরিচিতি নম্বরঃ ৬৪০৩১১০০১
টেলিফোন নম্বরঃ ৯৫৬৯৭৭৯